হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-৯



তাহারাতঃ
ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম

এ সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- তাহারাতের উপকারিতা ও ফযিলত
- ওযুর আহকামঃ ফরয, সুন্নত ও মুস্তাহাব
- ওযুর নিয়ম
- ওযু ভঙ্গের কারণসমুহ
- ওযুর মাকরুহসমুহ
- গোসলের প্রকারভেদ
- গোসলের আহকাম
- গোসলের নিয়ম
- গোসল য়োজিব হওয়ার কারণ
- তায়াম্মুমের বিবরণ
- যে যে অবস্থায় তায়াম্মুম করা যায়
- তায়াম্মুমের আহকাম
- তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ
- মোজার উপর মাসেহ
- মাসেহ করার পদ্ধতি

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ
আলোচ্য বিষয়সমূহ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

তাহারাত: ওজু, গোসল ও তায়াম্মুম

তাহারাতের উপকারিতা অনেক। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বলেন, পবিত্রতার বদৌলতে মানুষ মহান মর্যাদার অধিকারী হয়। মানুষের অন্তরাত্মা পশুত্বের প্রভাবমুক্ত হয়ে ঈমানী আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এতে বান্দাহর গুনাহ মাফ হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল হয়। পবিত্রতা মানুষকে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে এবং কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে। এতে দেহ ও শরীর সজীব ও সতেজ হয়। হৃদয়ে প্রফুল্লতা হাসিল হয় এবং ইবাদাতের স্বাদ অর্জিত হয়। মহানবী (সা.) এর হাদীসে তাহারাতের অনেক ফযীলত ও গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ অর্থাৎ "সালাতের (নামাযের) চাবি হলো তাহারাত "। (সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-৩)।

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) এরশাদ করে,"যখন কোন মুসলিম অথবা মুমিন বান্দাহ ওজু করে আর সে তার মুখ ধোয় তখন ওজুর পানি অথবা ওজুর পানির শেষ ফোটার সাথে সাথে তার চেহারা থেকে সব গুনাহ বের হয়ে যায়, যা সে তার দু চোখ দিয়ে করছিল। যখন সে তার দু'হাত ধোয় তখন ওজুর পানি অথবা ওজুর পানির শেষ ফোটার সাথে সাথে তার উভয় হাত থেকে সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যা সে হাত দিয়ে করেছিল। শেষ পর্যন্ত সে তার গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। (সুনানুত তিরমিযী)

অপর এক হাদীসে আছে নবী করী (সা.) একদিন সাহাবীগণকে বললেন, আমি কি তোমাদের এমন এক বিষয়ের কথা বলব, যার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন? সাহাবীগণ বললেন, বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, তা হলো কষ্টকর অবস্থায়ও পূর্ণভাবে ওজু করা, বেশী বেশী মসজিদে যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এ হলো জিহাদের উদ্দেশ্যে সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত।(সুনানুত তিরমিযী) রাসূল (সা.) আরও বলেন, কোন ব্যক্তি যদি খুব ভাল করে ওজু করে এই দু'আ পড়ে তবে জান্নাতের আটটি দরজা তার জন্যে খুলে দেওয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ"

"হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ওজু করল এবং খুব ভাল ও উত্তম ভাবে ওজু করে এবং এরপর বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তার বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ ! আমাকে তাওবাকারীদের মধ্যে শামিল করুন এবং পবিত্রদের মধ্যে

অন্তর্ভূক্ত করুন। তবে তার জান্নাতের আটটি দরজা তার জন্যে খুলে দেওয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে।" (সুনানুত তিরমিযী -হাদীস নং-৫৫)।

সাহাবায়ে কেরামগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই! তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আর যারা এখনও (পৃথিবীতে) আসেনি, তারা আমার ভাই। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এখনও (পৃথিবীতে) আসেনি, তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন, কেন ? যদি কোন ব্যক্তির ঘোড়া (কপাল ও হাত-পা সাদা) ঘোর-কালো ঘোড়ার মধ্যে মিশে যায়, তবে সে কি তার ঘোড়াকে চিনে নিতে পারবে না ? তারা বললেন, হাঁ।

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল (সা.) বললেন, আমার উম্মত কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, ওজুর ফলে তার মুখমন্ডল হবে নূরানী এবং হাত-পা হবে দীপ্তিময়। আর হাউযের (কাউসারের) পাড়ে আমি হব তাদের অগ্রবর্তী। (সহীহ মুসলিম)

ওজুর আহকাম: ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাব

'ওজু' আরবী শব্দ। এর অর্থ সুন্দর, পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। শরী'আতের পরিভাষায় নির্ধারিত নিয়মে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে ওজু বলা হয়। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا

فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ“হে ঈমানদারগণ ! যখন তোমরা সালাতের (নামাযের) জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মূখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে। যদি তোমরা অপবিত্র হও অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রসাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অত:পর যদি পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে অর্থাৎ স্বীয় মূখমন্ডল ও দু’হাত মাটি দ্বারা মাসেহ্ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।”

(সূরা আল-মায়িদা-৬)।

ওজুর ফরয চারটি

এ চারটির মধ্যে থেকে কোন একটি বাদ পড়লে ওজু হবে না।

১. মূখমন্ডল একবার ধোয়া, অর্থাৎ মাথার চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত পুরা মূখমন্ডল ধোয়া।

২. উভয় হাত কনুই সহ একবার ধোয়া।

৩. মাথার এক-চতুর্থাংশ একবার মাসেহ করা।

৪. উভয় পা গ্রন্থিসহ একবার ধোয়া।

ওজুর সুন্নাতসমূহ

১. 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে ওজু শুরু করা।

২. উভয় হাত কব্জিসহ ধোয়া।

৩. মিসওয়াক করা।

৪. তিনবার কুলি করা।

৫. তিনবার নাকে পানি দেওয়া।

৬. রোযাদার না হলে উত্তমরূপে কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া।

৭. দাড়ি ঘন হলে তা খিলাল করা।

৮. হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা।

৯. প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার করে ধোয়া।

১০. সম্পূর্ণ মাথা এক বার মাসেহ করা।

১১. উভয় কান মাসেহ করা।

১২. প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় উত্তমরূপে ধোয়া।

১৩. অঙ্গসমূহ ক্রমানুসারে ধোয়া।

১৪. উযুর নিয়্যত করা।

১৫. এক বার কোন অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই অপর অঙ্গ ধোয়া।

১৬. ডান অঙ্গ আগে ধোয়া।

১৭. হাত ও পায়ের আঙ্গুলের মাথা থেকে ধোয়া আরম্ভ করা।

১৮. মাথার সামনের ভাগ থেকে মাসেহ শুরু করা।

১৯. গর্দান মাসেহ করা। (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী)।

ওজুর মুস্তাহাবসমূহ

১. এমন উঁচু স্থানে বসে ওজু করা যাতে পানির ছিটা গায়ে না পড়ে।

২. কিবলার দিকে মুখ করে বসা।

৩. ওজুর সময় বিনা উযরে অপরের সাহায্য না নেওয়া।

৪. ওজুর সময় অনাবশ্যক কথাবার্তা না বলা।

৫. প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় মাসনূন দু‘আ পড়া।

৬. প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ বলা।

৭. কনিষ্ঠাাঙ্গুলী কানের ছিদ্রে ঢুকানো।

৮. আংটি ঢিলা না হলে তা নাড়া দেওয়া।

৯. ডান হাতে পানি নিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া।

১০. বাম হাত দিয়ে নাক সাফ করা।

১১. মা'যুর না হলে ওয়াক্ত আসার আগেই ওজু করা।

১২. ওজুর পর কালিমায়ে শাহাদাত :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

(আশ আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু) পাঠ করা।

১৩. সবশেষে ওজুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা এবং দু'আ পড়া : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ। (আল্লাহুম্মাযআলনি মিনাত তাওয়াবীন ওয়ায 'আলনি মিনাল মুতাতাহহিরীন)। (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী)।

ওজুর নিয়ম

ওজুকারী ব্যক্তি প্রথমে এ নিয়্যত করবে যে, আমি পবিত্রতা অর্জন, নামায আদায় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ওজু করছি। (দুররুল মুখতার)।

তারপর কিবলার দিকে মুখ করে কিছুটা উঁচু স্থানে বসবে যাতে ওজুর পানির ছিটা শরীরে বা কাপড়ে না লাগে। (মারাকিল ফালাহ)। পরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে ওজু শুরু করবে। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে প্রথমে ডান হাত পরে বাম হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করতে হবে। মিসওয়াক করে তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করতে হবে (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী)। রোযাদার না হলে তিনবার গড়গড়া করে কুলি করতে হবে। তারপর তিনবার

এমনভাবে নাকে পানি দিতে হবে, যেন নাকের নরম গোশ্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অবশ্য রোযাদার ব্যক্তি হলে এ ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে হবে। প্রত্যেকবার নাকে নতুন পানি দিতে হবে (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী)।

তারপর দু'হাতের তালু ভরে পানি নিয়ে তিনবার সম্পূর্ণ চেহারা এমনভাবে ধৌত করতে হবে যেন চুল পরিমাণ স্থানও শুষ্ক না থাকে। দাড়ি ঘন হলে তার মধ্যে খিলাল করতে হবে। তারপর দু'হাত কনুইসহ ভাল করে ধৌত করতে হবে। প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত তিন তিনবার ধৌত করতে হবে (দুররুল মুখতার)। হাতে আংটি থাকলে এবং মহিলাদের হাতে চুড়ি বা গহনা থাকলে তা নড়াচড়া করাতে হবে যেন সবস্থানে ভালমত পানি পৌঁছে যায়। (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী)।

তারপর দু'হাত ভিজিয়ে সম্পূর্ণ মাথা এবং কান মাসেহ করতে হবে। মাসেহ করার পর দু'পা গোড়ালি সহ তিনবার এমনভাবে ধৌত করতে হবে যে, ডান হাত দিয়ে পানি ঢালবে এবং বাম হাত দিয়ে ঘষতে হবে। বাম হাতের ছোট আঙ্গুল দিয়ে পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করতে হবে এবং ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে খিলাল শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে শেষ করতে হবে। বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্ঠাঙ্গুলে যেয়ে শেষ করতে হবে।

ওজু ভঙ্গের কারণসমূহ

নিম্নে বর্ণিত কারণে ওজু ভঙ্গ অর্থাৎ নষ্ট হয়ে যায়:

১. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে।

২. মহিলাদের সন্তান প্রসব দ্বারা যদিও তাতে রক্ত না দেখা যায়।

৩. পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত শরীরের যে কোন স্থান থেকে যে কোন নাপাক বস্তু বের হয়ে গড়িয়ে গেলে। যেমন: রক্ত ও পূঁজ।

৪. থুথু, কাশি ব্যতীত বমির সাথে রক্ত,পূঁজ, খাদ্য অথবা অন্য কিছু বের হলে এবং মুখ ভরে বমি হলে।

৫. থুথুর সাথে রক্ত এলে এবং রক্তের পরিমাণ বেশী বা সমান হলে।

৬. চিত হয়ে, কাঁত হয়ে অথবা ঠেস দিয়ে ঘুমালে।

৭. বেহুঁস হলে।

৮. পাগল হলে।

৯. নেশাগ্রস্ত হলে।

১০. জানাযা নামায ব্যতীত অন্য কোন নামাযে অট্টহাসি দিলে।

১১. পুরুষ ও মহিলার গুপ্তাঙ্গ কোন অন্তরায় ব্যতীত একত্রিত হলে; বীর্যপাত ছাড়াও ওজু নষ্ট হবে। (মারাকিল ফালাহ)

ওজুর মাকরুহসমূহ

১. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যয় করা।

২. প্রয়োজনের চেয়ে কম পরিমাণ পানি ব্যয় করা।

৩. চেহারার উপর এমন জোরে পানি নিক্ষেপ করা যে, পানির ছিটা অন্যত্র গিয়ে পড়ে।

৪. ওজুর সময় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা।

৫. বিনা ওজরে অন্যের সাহায্য নেওয়া।

৬. নতুন পানি নিয়ে তিনবার মাথা মাসেহ করা।

গোসল

'গোসল' আরবী শব্দ। অর্থ সমস্ত শরীর ধোয়া। শরী'আতের পরিভাষায় পবিত্রতা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর ধোয়াকে 'গোসল' বলা হয়।

গোসলের প্রকারভেদ

ফরয গোসল :

১. জানাবাতের (স্বামী-স্ত্রীর মিলনের) পরের গোসল

২. হায়িয বন্ধ হওয়ার পরের গোসল

৩. নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়ার পরের গোসল।(ফাতওয়ায়ে আলমগীরী)।

সুন্নাত গোসল : যেমন জুমু'আর দিন জুমু'আর নামাযের জন্য, দুই ঈদের নামাযের জন্য, হাজ্জ অথবা 'উমরার ইহ্রামের জন্য এবং হাজীদের জন্য আরাফার দিনে দুপুরের পর, (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী)।

মুস্তাহাব গোসল : যেমন ইসলাম গ্রহণের জন্য, বালিগ হওয়ার পর (বালিগ হওয়ার লক্ষণ পাওয়া না গেলে ছেলেমেয়ের বয়স পনের বছর হওয়ার পর), মস্তিষ্ক বিকৃতি ও সংজ্ঞাহীনতা দূর হওয়ার পর, সিঙ্গা লাগানোর পর, মুর্দাকে গোসল দেওয়ার পর, শবে-বরাতে, শবে-কদরে, মদীনা শরীফে প্রবেশ কালে, মুযদালিফায় অবস্থানের জন্যে ১০ তারিখে সুবেহ সাদিকের পর, মক্কায় প্রবেশকালে, তাওয়াফে জিয়ারাতের জন্যে, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাযের জন্য, ইসতিসকার নামাযের জন্য, ভয়ের নামাযের জন্য, দিনে অস্বাভাবিক অন্ধকার বা প্রচÐ ঝড়ের জন্য, তাওবার নামাযের জন্য ইত্যাদি।

গোসলের আহকাম

গোসলের ফরয: গোসলের ফরয তিনটি:

১. কুলি করা।

২. নাকে পানি দেওয়া।

৩. সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধোয়া যেন চুল পরিমাণও কোন স্থান শুকনা না থাকে, (ফাতহুল কাদীর)।

গোসলের সুন্নাত:

১. ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ বলে শুরু করা।

২. গোসলের নিয়্যত করা।

৩. উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া।

৪. শরীর থেকে নাপাকী দূর করা।

৫. লজ্জাস্থান ধোয়া।

৬. ওজু করা।

৭. সমস্ত শরীর তিনবার পানি দিয়ে ধোয়া।

৮. মিসওয়াক করা।

গোসলের মুস্তাহাব

গোসল করার সময় কারও সাথে কথা না বলা, এমন স্থানে গোসল করা যেন মানুষের নজরে না আসে, সতর ঢেকে গোসল করা। গোসল শেষ হলে পরে দুই রাকা‘আত নফল নামায আদায় করা।

গোসলের নিয়ম

সুন্নাত মোতাবেক গোসলের নিয়ম হলো, প্রথমে ডান হাতে পানি নিয়ে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। তারপর লজ্জাস্থান ধৌত করবে। তারপর শরীরে কোথাও নাপাক থাকলে তা সাফ করতে হবে। তারপর দু'হাত ভাল করে ধুয়ে নামাযের ওজুর ন্যায় ওজু করবে। ভাল করে কুলি করা এবং নাকের ভিতর ভাল করে পানি পৌঁছানো।

গোসলের স্থানে পানি জমা থাকলে গোসলের পর পা ধোয়া। (গোসল যদি ফরয হয় তবে বিসমিল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন দু'আ পড়া যাবে না।) ওজুর পর মাথার উপর এবং সমস্ত শরীরের উপর পানি ঢালতে হবে। তবে নিয়ম হলো প্রথমে ডান কাঁধের উপর তারপর বাম কাঁধের উপর তিনবার। তারপর মাথা ও সমস্ত শরীরের উপর তিনবার পানি ঢালতে হবে। তারপর গোসলের স্থান থেকে সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করতে হবে (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী)।

গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ

১. ইহিতলাম: সহবাস ব্যতিরেকে কামভাবসহ পুরুষ বা মহিলার বীর্য বের হলে, স্পর্শ দ্বারা হোক, দেখার দ্বারা হোক, স্বপ্নদোষ হোক, হস্তমৈথুন দ্বারা হোক, শোয়া অবস্থায় হোক বা জাগ্রত অবস্থায় হোক গোসল করা ওয়াজিব (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী)।

২. স্ত্রী সহবাস: স্ত্রী সহবাস করলে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের উপর গোসল ওয়াজিব হবে। বীর্য বের হোক বা না হোক।

৩. হায়িয বন্ধ হলে।

৪. নিফাস বন্ধ হলে।

তায়াম্মুমের বিবরণ

'তায়াম্মুম' - এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। শরী'আতের পরিভাষায় 'তায়াম্মুম' বলা হয় পবিত্র মাটি দ্বারা (নাজাসাতে হুকমী হোক) পাক হওয়ার নিয়্যতে মূখমন্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা। তায়াম্মুম ওজু ও গোসলের পরিবর্তে করা যায়। তায়াম্মুমের এ অনুমতি উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য আল্লাহ তা'য়ালার এক বিশেষ দান।

বস্তুত তাহারাত হাসিল করার আসল মাধ্যম হলো পানি, যা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করে রেখেছেন। তথাপিও এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যে, কোন স্থানে পানি পাওয়া যাচ্ছে না অথবা পাওয়া গেলেও পানি দিয়ে তাহারাত হাসিল করা কারও সাধ্যের বাইরে অথবা পানি ব্যবহারে রোগবৃদ্ধি অথবা প্রাণের আশংকা রয়েছে। এসব অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালা মাটি দিয়ে তাহারাত হাসিল করার অনুমতি দিয়েছেন, যাতে করে বান্দাহ দ্বীনের উপর আমল করতে কোন ধরণের অসুবিধার সন্মূখীন না হয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"হে ঈমানদারগণ ! যখন তোমরা সালাতের (নামাযের) জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মূখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে। যদি তোমরা অপবিত্র হও অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রসাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অত:পর যদি পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে অর্থাৎ স্বীয় মূখমন্ডল ও দু'হাত মাটি দ্বারা মাসেহ্ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরাহ আল-মায়িদা-৬)

যে যে অবস্থায় তায়াম্মুম করা যায়

ওজুহীন অবস্থায়, জানাবাত অবস্থায়, হায়িয ও নিফাসের শেষে পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে তায়াম্মুম করা জায়িয। অপারগতার ব্যাখ্যা এই যে, পানি আছে কিন্তু ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা রয়েছে অথবা স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম জায়িয অথবা পানি আছে তার পার্শ্বে শত্রু অথবা হিংস্র প্রাণী আছে।

সফরে পানি সঙ্গে আছে; কিন্তু সামনে কোথাও পানি পাওয়া না যেতে পারে। অথবা ওজু বা গোসল করলে এমন যে, নামায চলে যাওয়ার আশংকা আছে, যার কাযা নেই। পানি কেনার সামর্থ অথবা ক্রয় করলে সংকটে পড়ার আশংকা রয়েছে। এসব অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়িয (শরহে বিকায়া)।

তায়াম্মুমের আহকাম: ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাব

তায়াম্মুমের ফরয ৩টি:

১. পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যত করা।

২. উভয় হাত পবিত্র মাটিতে মেরে তা দিয়ে সমস্ত মূখমন্ডল মাসেহ করা।

৩. তারপর উভয় হাত পাক মাটিতে মেরে তা দিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ্ করা।

তায়াম্মুমের সুন্নাত ৭টি :

১. তায়াম্মুমের শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা।

২. উভয় হাত পবিত্র মাটিতে মেরে সামনের দিকে নেওয়া।

৩. তারপর পিছনের দিকে নিয়ে আসা।

৪. হাত মাটিতে মারার পর মাটি ঝেড়ে ফেলা।

৫. মাটিতে হাত মারার সময় আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে রাখা।

৬. তারতীব রক্ষা করা। অর্থাৎ প্রথমে মূখমন্ডল,তারপর উভয় হাত মাসেহ্ করা।

৭. বিরতিহীনভাবে তায়াম্মুম করা অর্থাৎ উভয় মাসহের মধ্যে বিলম্ব না করা।

তায়াম্মুমের মুস্তাহাব

যে ব্যক্তির প্রবল ধারণা যে, শেষ সময়ে পানি পাওয়া যাবে, এমন ব্যক্তির জন্য শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। আর যদি পানি পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তায়াম্মুম করে মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায আদায় করা। (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী)।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি

প্রথমে নিয়্যত করে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ পড়ে তায়াম্মুম শুরু করবে। তারপর দু হাতের তালু একটু প্রসারিত করে পবিত্র মাটির উপর মেরে সামনের দিকে অগ্রসর করবে। তারপর পিছনের

দিকে টেনে আনবে। বেশী ধূলাবালি হাতে লেগে গেলে ঝেড়ে নিয়ে অথবা মুখ দিয়ে ফুঁক দিয়ে তা ফেলে দিবে। তারপর উভয় হাত দিয়ে এভাবে সমস্ত মূখমন্ডল মাসেহ্ করতে হবে, যাতে চুল পরিমাণ স্থান বাদ না যায়। তারপর দ্বিতীয়বার এভাবে মাটির উপর হাত মেরে এবং হাত ঝেড়ে নিয়ে প্রথমে বাম হাতের তিন আঙ্গুলের মাথার নিম্নভাগ দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলের পিঠের দিক থেকে শুরু করে কনুইসহ মাসেহ্ করবে। তারপর বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও শাহাদাত আঙ্গুলী দিয়ে কনুই থেকে অঙ্গুলী পর্যন্ত ভিতরের অংশ মাসেহ্ করবে এবং আঙ্গুলগুলোর খিলালও করবে। পরে এভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসেহ্ করবে। হাতে কোন ঘড়ি বা আংটি থাকলে তা সরিয়ে তার নীচে মাসেহ্ করা জরুরী (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী)।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে ওজু নষ্ট হয় সেসব কারণেও তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়। যে সব কারলে গোসল ওয়াজিব হয়, সেসব কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। যদি পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করা হয়ে থাকে, তাহলে পানি পাওয়ার সাথে সাথেই তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী)। কোন ওজর অথবা রোগের কারণে যদি তায়াম্মুম করা হয়ে থাকে, তাহলে সে ওজর বা রোগ দূর হয়ে গেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মোজার উপর মাসেহ

ওজু করে চামড়ার মোজা পরার পর ওজু ভঙ্গ হলে পুনরায় ওজুর সময় পা না ধুয়ে মোজার উপর মাসেহ্ করা জায়িয আছে। তবে মোজা খুলে পা ধুয়ে নেওয়া উত্তম। কাপড়ের মোজার বা হাত মোজার উপর মাসেহ্ করা জায়িয নয়। সফরে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত আর সফর ব্যতীত মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ্ করা জায়িয আছে। যে ওজু করে মোজা পরেছে, তারপর এক দিন এক রাত বা তিন দিন তিন রাতের হিসাব ধরা হবে। গোসলের প্রয়োজন হলে মোজা খুলে ফেলতে হবে, মাসেহ্ করা চলবে না। পায়ের পিঠে মোজার উপর মাসেহ্ করা যাবে, পায়ের তলায় করা যাবে না।

মাসেহ করার পদ্ধতি

মোজার উপর মাসেহ্ করার সময় হাতের আঙ্গুলসমূহ ভিজিয়ে পায়ের উপরের সামনের দিকে আঙ্গুলের উপর যেন মোজার উপর আঙ্গুলগুলোর চাপ পড়ে। তারপর ক্রমশ আঙ্গুলগুলো টেনে পায়ের গিটের উপর পর্যন্ত নিয়ে আসতে হবে। অন্য কোনভাবে মাসেহ্ করলেও তা জায়িয আছে। তবে তা মুস্তাহাবের খিলাফ হবে। প্রত্যেক মোজার উপর অন্তত হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ স্থান মাসেহ্ করা ফরয। শুধু মোজার তলার দিকে বা গোড়ালির দিকে মাসেহ্ করলে জায়িয হবে না।

যে যে কারণে ওজু ভঙ্গ হয় সে সব কারণেও মাসেহ্ ভঙ্গ হয়। সুতরাং উপরোক্ত সময়কালের মধ্যে ওজুর সঙ্গে সঙ্গে মোজার উপরও মাসেহ করতে হবে। মোজা খুললেও মাসেহ্ ভঙ্গ হয়। তাই কারও ওজু ভঙ্গ না হওয়া সত্বেও একটি মোজা খুলে ফেললেও মাসেহ্ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তখন শুধু পা ধুয়ে নিতে হবে কিন্তু পুরো ওজু করতে হবে না। মাসেহ এর সময়কাল পূর্ণ হলে মাসেহ ভঙ্গ হয়ে যায়। ওজু ভঙ্গ না হলেও তখন মোজা খুলে উভয় পা ধুয়ে নিতে হবে।

নোট